সূচীপত্র

Download
Full Edition
at
Rs. 50/-
only

এবারের প্রচ্ছদ ভাবনা ঃ সুন্দরবনের বই

● **পাল্টে যাচ্ছে সুন্দরবনের মানচিত্র** - বহু শ্রম এবং নিষ্ঠা নিয়ে তৈরি বাংলার নদীপথ পরিবর্তনের মানচিত্র প্রকাশ করেছেন নদী বিজ্ঞানী কল্যাণ রুদ্র। কাজটি করতে গিয়ে দেখেছেন কীভাবে পাল্টে গেছে সুন্দরবনের মানচিত্র। বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর কলমে তারই বিবরণ। ০৭

● **সুন্দরবনের দুজন কবি** - মুকুন্দ গায়েনের কলমে সুন্দরবন অঞ্চলের দুই কবি বিনোদ বেরা ও বিশ্বজিৎ মিত্রের সৃষ্টিকে ছুঁয়ে যাওয়া। ১২

● **সত্যজিৎ ও সুন্দরবন** - সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টি ও জীবনে সুন্দরবন আছে কতটুকু, তাই খুঁজলেন শুভদীপ অধিকারী। ১৬

● **একটি পরিশ্রমী তথ্যসমৃদ্ধ কাজ** - শশাঙ্ক মণ্ডলের লেখা ব্রিটিশ রাজত্বে সুন্দরবন বইটি নিয়ে আলোচনা করেছেন সৌমেন দত্ত। ২০

● **লোকসাহিত্য ও সুন্দরবনের ইতিহাস** - স্বপন মণ্ডল এর কলমে সুতপা চ্যাটার্জী সরকারের লেখা বইটির আলোচনা। ২৬

● **হলুদ নদী সবুজ বন ঃ সুন্দরবন** - প্রবীণ অধ্যাপিকা কল্যাণী ভট্টাচার্য্য ফিরে দেখেছেন সুন্দরবন নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা হলুদ নদী সবুজ বন উপন্যাসটি। ২৭

● **বইয়ের তালিকা** - সুন্দরবন বিষয়ক ৬৭টি বাংলা প্রবন্ধের বইয়ের তালিকা আগ্রহী পাঠকদের জন্য। ২৩

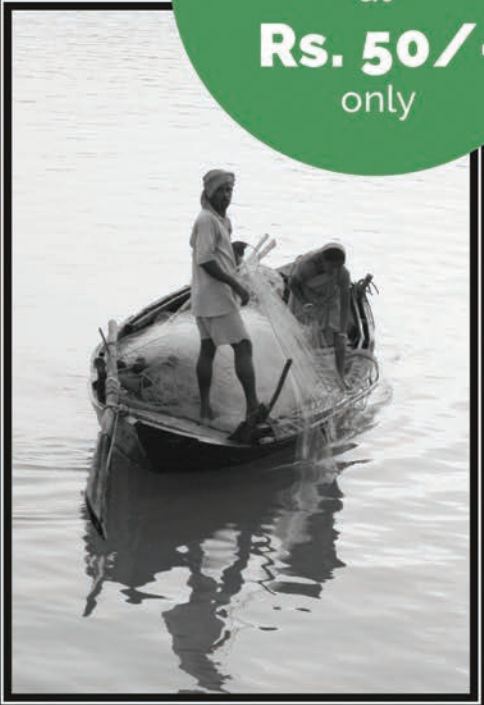

আর যা আছে
পাঠকের চোখে ০৫
সুন্দরবনের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে নতুন পত্রিকা ২৯
গঙ্গাসাগরে জঙ্গল হাসিল পর্ব - হিরন্ময় মাইতি ৩৬
নোনাজল - গৌতম কুমার দাস ৩৯
সুন্দরবন ঘটনাপঞ্জী ৪৩

তিনটি ধারাবাহিক
আমার জীবন আমার সুন্দরবন ঃ তুষার কাঞ্জিলাল ৩০
সুন্দরবনের জার্নাল ঃ প্রণবেশ সান্যাল ৩৫
সাক্ষাৎকার ঃ অধ্যাপক অমলেশ চৌধুরীর ৩২

নামাঙ্কন ঃ সুন্দরবন দেবব্রত ঘোষ
প্রচ্ছদ ঃ সিদ্ধার্থ গোস্বামী

অনিবার্য কারণবশতঃ এই সংখ্যায় সুরেশ কুণ্ডুর ধারাবাহিক বাংলাদেশের বাদাবন বলছি প্রকাশিত হল না। আগামী সংখ্যা থেকে যথারীতি প্রকাশিত হবে।

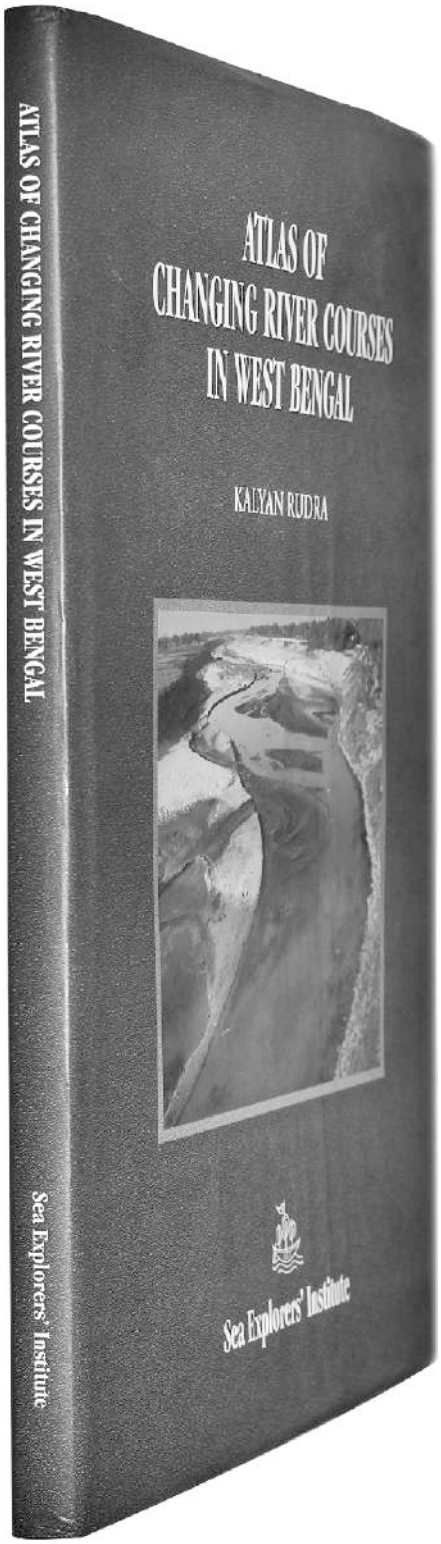

পাল্টে যাচ্ছে সুন্দরবনের মানচিত্র

কল্যাণ রুদ্র

নদী বিজ্ঞানী কল্যাণ রুদ্র গত তিন দশক ধরে বাংলার নদী মানচিত্র নিয়ে গবেষণা করছেন। ১৭৬৭ সালে তৈরি রেনেল-এর মানচিত্র থেকে শুরু করে ২০১০ সালের উপগ্রহ মানচিত্রে কীভাবে পাল্টে গেছে বাংলায় প্রবাহিত নদীগুলির প্রবাহপথ এই মানচিত্র বইটিতে সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন ড. রুদ্র। আগামী দিনের বাংলার ভূমিরূপ পরিবর্তন চর্চায় ATLAS OF CHANGING RIVER COURSES IN WEST BENGAL বইটি অপরিহার্য হিসাবে বিবেচিত হবে। বইটির একটি বড় অংশ জুড়ে স্বাভাবিকভাবেই রয়েছে সুন্দরবনের নদীগুলির গতিপথের প্রসঙ্গ। এই বইটির কাজ করতে গিয়ে সুন্দরবন অঞ্চলের নদী এবং ভূমিরূপ পরিবর্তনের যে চিত্র ধরা পড়েছে তা শুনিয়েছেন কল্যাণ রুদ্র। সুন্দরবন নিয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ ও নতুন তথ্য মিলবে এই লেখায়।

পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপের দক্ষিণতম অংশের অপরিণত ভূমিভাগে সুন্দরবন রয়েছে। এই ব-দ্বীপ প্রায় ৫৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার। একদিকে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা, পূর্বে মেঘনা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এর মাঝের ত্রিকোণ ভূমিভাগ হল আমাদের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ব-দ্বীপ। এই ব-দ্বীপের দক্ষিণাংশে যে জায়গাগুলোকে আমরা সুন্দরবন বলি সেগুলোকে ভূতত্ত্বের ভাষায় সক্রিয় ব-দ্বীপ বলে। সক্রিয় কারণ এখানে ভূমিগঠনের কাজটা এখনও শেষ হয় নি। প্রকৃতপক্ষে সারা ব-দ্বীপ জুড়েই ভূমিগঠনের কাজটা চলছে। কিন্তু এখানে প্রতিদিন হচ্ছে। এটা এমন একটা জায়গা যেটা সমুদ্রের গড় উচ্চতা থেকে মাত্র দেড় থেকে তিন মিটার উঁচুতে থাকে। জোয়ারের জল যখন ৫ থেকে ৬ মিটার উঁচুতে ওঠে তখন বাঁধ না থাকলে গোটা সুন্দরবনটাই তিন থেকে চার মিটার জলের তলায় থাকার কথা। এখানে দু রকমের প্রক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করি, একটা হচ্ছে পশ্চিম সুন্দরবন যেখানে জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে আর একটা পূর্বদিকে যেখানে এখনও জঙ্গল আছে, যেখানে প্রকৃতি তার স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম করতে পারছে। এই পশ্চিমদিকটায় যেখানে প্রায় ৫০ লক্ষ লোকের বাস এই অঞ্চলটি নিয়েই নানান জটিলতা। পূর্বদিকটা নিয়ে কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি এতটা জটিলতা নেই।

সুন্দরবন অঞ্চলের নদী হিসাবে যেগুলোকে আমরা চিহ্নিত করছি সঠিক অর্থে এগুলো কিন্তু ঠিক নদী নয়। এগুলো এক ধরণের খাড়ি যেগুলো দিয়ে জোয়ারের জল ঢোকে আবার ভাটায় আস্তে আস্তে বেড়িয়ে যায়। এই খাড়িগুলির উজান থেকে আসা মিষ্টিজলের স্রোত কয়েক শতাব্দীতে ক্রমশ কমেছে। কমেছে কেন? কারণ একদিকে ভাগীরথী-হুগলী অন্যদিকে পদ্মা ব্রহ্মপুত্র বাদ দিলে মাঝখানে গঙ্গার যে শাখানদীগুলি ছিল সেগুলো প্রায় মজে গেছে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় আমাদের ইছামতী, বিদ্যাধরী, পিয়ালী এই যেসব নদী মিষ্টিজলের প্রবাহ সুন্দরবনে নিয়ে আসতো সেগুলো মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। দ্বিতীয় কারণটিকে একটু বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। প্রকৃতপক্ষে গঙ্গাতেই শুখা মরশুমে জলের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। গঙ্গা অববাহিকার আয়তন প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ বর্গকিলোমিটার, সারা ভারতের মোট আয়তনের প্রায় ২৬ শতাংশ এই অববাহিকা, ১১টি রাজ্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এই নদী। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, তাদের অপ্রতিহত জলের চাহিদা, কৃষি

একটি পরিশ্রমী, তথ্যসমৃদ্ধ কাজ

সৌমেন দত্ত

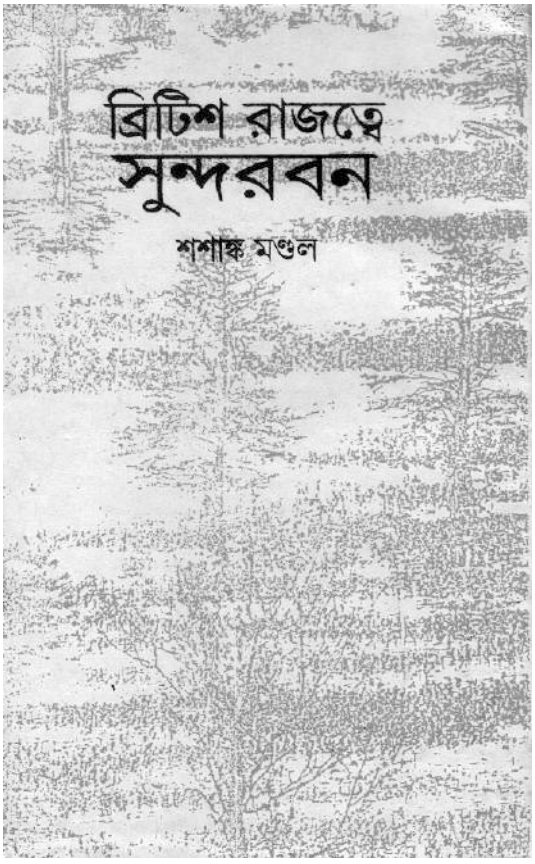

কাছারিতে ডাক পড়েছে।

কৃষক প্রজা তড়িঘড়ি দৌড়ে জমিদারবাবুর সামনে গিয়ে করজোড়ে দাঁড়াল। জমিদারবাবু চোখ বুজে গড়গড়ায় আমেজের টান দিয়ে মাথা তুলে ধোঁয়াটা ধীরে ধীরে ভাসিয়ে দিলেন। তারপর আড়চোখে প্রজার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, খাজনা দিসনি কেন?

-আজ্ঞে, এ বছর ফসল ভাল হয়েছিল। ভেবেছিলাম, সব দেনা মিটিয়ে দেব। কিন্তু,আপনি তো জানেন, ধান পাকার মুখে রাক্ষুসি নদী বাঁধ ভাঙল। নোনা জল ঢুকে সব ধান নষ্ট হয়ে গেল।

- ধান না হয় নষ্ট হল। গাছগুলো তো ছিল। তার তক্তা বেচে যে টাকা পেয়েছিস, তা থেকে খাজনা দে -

মাটির সঙ্গে সম্পর্কহীন নবাগত শহুরে জমিদার নিজের অজান্তে এক প্রবচনের জন্ম দিলেন, ধান গাছের তক্তা!

শুধু প্রবচনের উৎসে নয়, এভাবে সুন্দরবন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের গভীরে নিয়ে যায় এই বই। শিরোনামেই স্পষ্ট, আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা পলাশীর যুদ্ধোত্তর কাল থেকে স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত। নিমক মহল, জঙ্গল মহল, সাগর ইত্যাদি পরগণা নিয়ে সুন্দরবন তখন 'ভাটির দেশ'।

আলোচ্য বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৫ সালে। তারপর নয় নয় করে ১৭ বছর কেটে গেছে। পরাধীন দেশের উপেক্ষিত ভূখণ্ড নিয়ে সীমিত পড়াশুনার পরিসরে আলোচ্য রচনাটি তার অনুসন্ধান, তথ্যপ্রমাণ ও রচনাশৈলিতে দিনে দিনে আমার অন্যতম প্রিয় গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। আলোচনার জন্য তাই এই বইটাকেই বেছে নিলাম।

আজকের সুন্দরবনের সঙ্গে ব্রিটিশ আমলের বনের অনেক তফাৎ, বলাবাহুল্য। '৪৭ সালের পর মানচিত্রটাই ভাগ হয়ে গেছে দুই বাংলায়। যদিও ভূপ্রকৃতি, জীববৈচিত্র, আবহ, সমস্যার চরিত্র এক। এপারেও আজ সুন্দরবন বলতে যে লোকালয় বুঝি, তার আয়তন পরাধীন আমলের তুলনায় অনেক গণ্ডিবদ্ধ। তখন তো সুন্দরবন কলকাতার ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলত। রাজারহাটে রয়েল বেঙ্গলের দাপাদাপি, শিয়ালদায় মাটি খুঁড়ে মিলেছে সুন্দরী গাছ - সংবাদপত্রে এসব খবর ছাপা হতো। পুরনো সরকারি রেকর্ডে লেখা, দমদমের ক্লাইভ হাউস সুন্দরবন প্রশাসনের এলাকায়। ১৮৩১ সালে বিধাননগরে মাছ চাষের জন্য আবেদন জমা পড়ছে সুন্দরবন কমিশনারের কাছে।

ইতিহাস বলে, রাজস্ব সংগ্রহ বাড়াতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নজর পড়েছিল হুগলি ও মেঘনা নদী-মধ্যবর্তী এই বনাঞ্চলের দিকে। পরের দেড়শ বছর আধুনিক সুন্দরবনে বসত গড়ে ওঠার ইতিহাস। নানাস্থানে আবিষ্কৃত প্রত্নসামগ্রী অবশ্য প্রমাণ করে এই দ্বীপমালা এক প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টির বাহক।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি ও মগ দস্যুদের ক্রমাগত হানায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জনশূন্য হয়ে পড়ে সুন্দরবন। পরবর্তী সময়ে পেটের তাগিদে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে বনের মাছ, কাঠ, মোমের লোভে মানুষের আসা যাওয়া ছিল।

ইংরেজ আমলে নব্য জমিদারদের ইজারা দেওয়া শুরু হলে বন কেটে বসত গড়ার লোভে ক্রমাগত নানা ভাষা নানা পরিধানে নানা ধর্মের, মূলত নিম্নবর্গের লোকেদের সমাবেশ ঘটে। সেদিন ঢাল-তলোয়ারহীন নবাগতদের জল জঙ্গলের বাঘ-সাপ কুমিরের সঙ্গে নিরন্তর লড়াইয়ে ভরসা ছিল দেবদেবী, ঝাড়ফুঁক, লৌকিক আচার। তাদের আত্মরক্ষার তাগিদ থেকে জন্ম নিয়েছিল এক নতুন সংস্কৃতি।

সুন্দরবন বিষয়ক বাংলা প্রবন্ধের বইয়ের তালিকা

(প্রথম পর্ব)

সুন্দরবন নিয়ে বাংলায় লেখা বইয়ের সংখ্যা কম নয়। প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প, কবিতায় সুন্দরবন নিয়ে নানাভাবে নানা ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। সব সময় সব বইয়ের খবর আমরা পাই না। তাই সুন্দরবনকে বিষয় করে লেখা বইয়ের তালিকা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে 'শুধু সুন্দরবন চর্চা' পত্রিকা। শুধুমাত্র আমাদের প্রচেষ্টায় এ কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে না। চাই পাঠক, লেখক এবং প্রকাশকদের সহযোগিতা। সবিনয়ে অনুরোধ, আপনার জানা বইয়ের নাম, লেখক, প্রকাশক এবং প্রকাশকাল সংক্রান্ত বিবরণ পত্রিকা দপ্তরে ডাকে বা ই-মেলে পাঠিয়ে দিন। পাঠককে দিন অজানা বইয়ের হদিশ। এই পর্বে ৬৭টি সুন্দরবন বিষয়ক বাংলা প্রবন্ধের বইয়ের তালিকা প্রকাশ করা হল। — সম্পাদক, শুধু সুন্দরবন চর্চা।

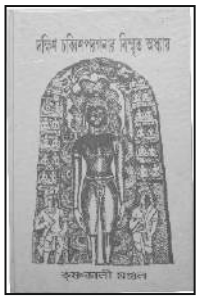

- অঞ্জলি বিকাশ মণ্ডল - সুন্দরবনের সেকাল-একাল, প্রথম প্রকাশ ২০০১, রূপকথা প্রকাশন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পৃষ্ঠা (৬) ১৫৬, ১০০ টাকা।
- অভিজিৎ সেনগুপ্ত - সুন্দরবনের ডায়েরি, প্রথম প্রকাশ ২০১০, চর্চাপদ, কলকাতা-১২, পৃষ্ঠা ১৫৮, ১৬০ টাকা।
- অসিত কৃষ্ণ দে (সম্পাদিত) - সুন্দরবন বিচিত্রা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫, অতিথি, কলকাতা-৯, ভূমিকা - শক্তিপদ রাজগুরু, পৃষ্ঠা ৫৬, ৪ টাকা।
- আশুতোষ গিরি - সুন্দরবন তথ্যমিত্র, প্রথম প্রকাশ ২০১০, গোসাবা, ১১২ পৃষ্ঠা, ৭০ টাকা।
- ইন্দ্রানী ঘোষাল - সুন্দরবনের মৎস্যজীবিদের জীবন, তাদের লোকসংস্কৃতি এবং লোকসাহিত্য, প্রথম প্রকাশ ২০০৬, গ্রথন, দক্ষিণ গড়িয়া, পৃষ্ঠা ১৩৬, ৮০ টাকা।
- এ.এফ.এম.আব্দুল জলীল — সুন্দরবনের ইতিহাস, আহমদ পাবলিশিং হাউস ঢাকা-১১০০, ভূমিকা - ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ, পৃষ্ঠা - ৫৯১, ৫৫০ টাকা।
- কানাইলাল সরকার - সুন্দরবনের ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ ২০১১, রূপকথা প্রকাশন, দক্ষিণ ২৪পরগনা, পৃষ্ঠা ১৮৪, ১৫০ টাকা।
- কমল চৌধুরী - চব্বিশ পরগণা (উত্তর, দক্ষিণ, সুন্দরবন) প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, দেজ, কলকাতা-৯, ৫৫২ পৃষ্ঠা, ২৫০ টাকা।
- কুমুদরঞ্জন নস্কর - ভারতের সুন্দরবন ও ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-১৩, ২৫৬ পৃষ্ঠা, ১৫৫ টাকা।
- কৃষ্ণকালী মণ্ডল - দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ঃ আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, নবচলন্তিকা, কলকাতা-৯, ১৯২ পৃষ্ঠা, ১৫০ টাকা।
- কৃষ্ণকালী মণ্ডল - দক্ষিণ ২৪পরগনার বিস্মৃত অধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, নবচলন্তিকা, কলকাতা-৯, ৮০ টাকা।
- কৃষ্ণকালী মণ্ডল - সুন্দরবনের কয়েকটি মূর্তি ভাস্কর্য, প্রথম প্রকাশ ২০১০, নবচলন্তিকা, কলকাতা-৯, ২৮৮ পৃষ্ঠা, ৩৫০ টাকা।
- কৃষ্ণকালী মণ্ডল - সুন্দরবনের সংস্কৃতি ও প্রত্ন ভাবনা, প্রথম প্রকাশ ২০১০, নবচলন্তিকা, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা ১৬০, ১৪০ টাকা।
- কৃষ্ণকালী মণ্ডল - সাগরদ্বীপের অতীত, প্রথম প্রকাশ ২০০৩, প্রত্ন ইতিহাস সংস্কৃতি গবেষণাকেন্দ্র, বারুইপুর, পৃষ্ঠা ৯৬, ৮০ টাকা।
- খসরু চৌধুরী - সুন্দরবনের বাঘ, প্রথম প্রকাশ ২০১২, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা-১২১৫, পৃষ্ঠা ১৬০, ২৫০ টাকা।
- গৌতম কুমার দাস - সুন্দরবন ঃ মানুষ ও পরিবেশ, প্রথম প্রকাশ ২০০৫, শরৎ বুক ডিস্ট্রিবিউটরস্, কলকাতা-১৪, ভূমিকা - সিদ্ধার্থ দত্ত, পৃষ্ঠা (৮) ৮২, ১০০ টাকা।
- গোকুল চন্দ্র দাস - (সম্পাদিত) - চব্বিশ পরগণার আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রথম প্রকাশ ২০০৪, ভূমিকা - সুখরঞ্জন দাস, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা ২৫৪, ১৫০ টাকা।

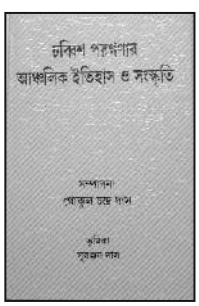

গঙ্গাসাগরের জঙ্গল হাসিল পর্ব

হিরন্ময় মাইতি

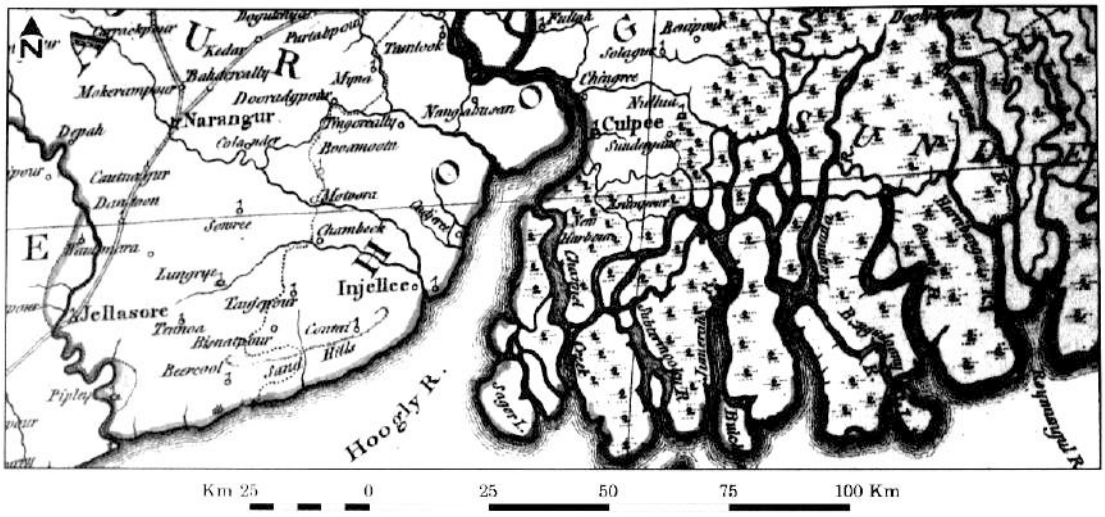

জেমস্ রেনেলের আঁকা মানচিত্রে সাগরদ্বীপ সহ উপকূলীয় বাংলা।

সাগরের জঙ্গল হাসিল সুন্দরবনে আবাদের সূচনা পর্ব। রেনেলের ম্যাপে (১৭৬৪-৭৬) সাগরদ্বীপের অস্তিত্ব জানা যায়। ১৭৬১ সালে ২৪পরগনার সার্ভেয়ার হিউজ ক্যামেরন সাগরদ্বীপে চাষের ক্ষেত, গরু-মোষ দেখেছিলেন। এর আগে ১৬৮৪ ও ১৬৮৮ সালের বন্যায় সাগরদ্বীপ ভেসে যায়। ১৭০৭ সালের ঘূর্নিঝড়, ১৭৩৭ সালের ভূমিকম্পও সাগরদ্বীপে প্রবল আঘাত হানে। পরে উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে নতুন উদ্যোগের ফলে যা উদ্ধার হয়েছিল তাও কাল-সমুদ্রে হারিয়ে গেছে। ইসপুর, রাধাকান্তপুর, বিশালাক্ষীপুর আজ নিশ্চিহ্ন, আর বর্তমানে কাকদ্বীপ মহকুমার সাগরদ্বীপ হল সাগর, ঘোড়ামারা, সুপারীডাঙা, আগুনমারী ও লোহাচড়া নিয়ে।

Beaumount নামে এক সাহেব ১৮১১ সালে সাগর দ্বীপে একশ একর ইজারা নেওয়ার জন্যে আবেদন করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল ..... the prupose of establishing a manufactory of buff leather, and asked that all tiger-skins brought to the collector's office might be made over to him for this purpose (District Handbook, 24 Parganas, P cvii-cviii) বোর্ড অফ রেভিন্যু তার আবেদন মঞ্জুর করে কিন্তু পরের বছর তিনি চাষাবাদের জন্য আরও জমি চাইলেও তা তিনি পাননি কারণ নীতিগত কারণে তখনও ইউরোপীয়দের চাষাবাদের জন্য জমি দেওয়া হত না। ১৮১২ তৎকালীন জেলা শাসক সাগরদ্বীপের ভূমি উদ্ধারে উদ্যোগী হন। অনেকে সাগরদ্বীপ নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে।

বিদেশী শাসকদের পাশাপাশি দেশীয় ধনীব্যক্তিরাও কীভাবে মাটির ধনের লোভে মেতে উঠেছিল তারও একটি ছবি ফুটে ওঠে। বিদেশীরা নানা উদ্দেশ্যে সুন্দরবনের লট কিনতে আগ্রহী হয়েছিল, আর দেশের নব্য ধনীরা জমি এবং সম্পদের লোভে গিয়েছিল। ভারতীয় ও ইংরেজদের আড়াই লক্ষ টাকা নিয়ে ১৮১৮ সালে একটা জয়েন্ট স্টক কোম্পানী গড়ে ওঠে, প্রতিষ্ঠিত হয় সাগর আইল্যাণ্ড সোসাইটি। পরিচালনের জন্য ১৩ সদস্য নিয়ে গঠিত হয় ট্রাস্টি বোর্ড। এই আয়োজনের অন্যতম স্থপতি ছিলেন চব্বিশ পরগনার কালেক্টার ট্রাওয়ার (TROWER)। তাঁর নাম থেকেই সাগরদ্বীপের কিছু অংশ ট্রাওয়ার-ল্যাণ্ড নামে পরিচিত লাভ করে। একে কোম্পানী চরও বলা হত। জেলা কালেক্টর প্রথম তিরিশ বছর বিনা খাজনায় এবং এরপর থেকে প্রতিবছর চার আনা খাজনায় জমি বন্দোবস্ত করেন।

মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে গঙ্গাসাগরের আবাদী জমি উদ্ধার করে ধীরে ধীরে নতুন জনপদ বামনখালি, শিকারপুর, ট্রাওয়ার-ল্যাণ্ড, ধবলাট, মাডপয়েন্ট (ঘোড়া মারা), ফেরিনটোসে (মুড়িগঙ্গা) প্রভৃতি গড়ে উঠতে থাকে। জনবসতি স্থাপনের ধারাবাহিক খবর ও নানা ক্রিয়াকাণ্ড 'সমাচার দর্পণ' ধরে রেখেছিল। সেই খবরগুলো থেকে জঙ্গল হাসিলের প্রথমদিনগুলো সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারি।

'সমাচার দর্পণ'-এর খবর অনুযায়ী ১৮১৮ সালে ১লা সেপ্টেম্বরের মঙ্গলবার 'তৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে ইংগ্লেন্ডীয় অনেক লোক একত্র হইয়া গঙ্গাসাগরের উপদ্বীপের বন